# বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণঃ আমার অনিয়ত ভাবনা

অজয় রায়*

৬ই মার্চ সন্ধ্যে এলেই একাত্তরের ৭ই মার্চের ভাবনাগুলো আমার মনে, চিন্□ায়-চেতনায় আনাগোনা করতে থাকে। চৌত্রিশ বছর আগের সেদিনের দিনটি ধোঁয়াশা আ□ছন্নতা থেকে ক্রমশঃ স্পষ্টতর হতে থাকে- তখন দিনটিকে যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। কানে যেন স্পষ্ট ধ্বনিত হতে থাকে বঙ্গবন্ধুর সেই সম্মোহনকারী অত্যাশ্চর্য কবিতার বানী: "*এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।*" জননেতা শেখ মুজিবের শালপ্রাংশু ভুজময দীর্ঘ দেহ আমার চেখের সামনে ভাসতে থাকে। তার আগ্নেয় গিরি মুখ থেকে যেন বের হ□ছ উত্তপ্ত রক্তিম লাভাস্রোত যা দুর্বিনীত পাকিস্□ানী দখলদারদের ভাসিয়ে নিয়ে যা□ছ। জানি এসবই আমার কল্পনা, কিন্তু এই কল্পনাকেই তো আমরা বাস্□বায়ন করেছি ১৬ই ডিসেম্বরে, ৯ মাসব্যাপী যুদ্ধ করে। সেদিন রণক্ষেত্রে এই মানুষটিই তো, তাঁর স্বাধীনতার ডাকই তো ছিল আমাদের সামনে প্রেরণার উৎস- লক্ষ মুজিব তখন আমাদেও সামনেঃ

... একটি মুজিবরের থেকে
লক্ষ মুজিবের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি, প্রতিধ্বনি
আকাশে বাতাসে উঠে রণি।
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ ।।

আমার পরম সৌভাগ্য যে জাতির ঐ ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে লক্ষ জনতার সাথে আমিও দ্রবীভুত হয়ে ঐ কবিতা শুনেছিলাম। কি মর্মস্পর্শী সেই কবিতার বাণী!

অর্ধঘন্টা ধরে শেখ মুজিব সেদিন রেসকোর্স ময়দানে যে তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা রচনা করেছিলেন ও লক্ষ জনতাকে আবৃত্তি করে শুনিয়ে আপ্লুয়ায়িতন করেছিলে তা তাঁকে সেদিনই রাজনৈতিক জননেতা থেকে অবিসংবাদিত মহান দেশনেতায় রূপান্□রিত করল।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক পথ ও পদ্ধতি ছিল ধাপে ধাপে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়া- জনগণকে 'বোঝাও-তাকে সাথে নাও, লক্ষ্যের প্রথম ধাপ অর্জন কর। পরবর্তী ধাপ স্থির কর এবং এগিয়ে চল।' আর একারণেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্□ান প্রতিষ্ঠার পরপরই 'পাকিস্□ান' সম্পর্কে তাঁর মোহ ভঙ্গ হতে দেরী হয় নি। সে সময় একঝাঁক তরুণ প্রগতিশীল ছাত্র নেতা আবির্ভুত হয়েছিলেন - এদের সকলের অগ্রভাগে ছিলেন ছিলেন তখনকার অর্থাৎ ৪৮'এর ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও ছাত্রলীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের মধ্য

---

* Aa¨vcK ARq ivq. weÁvbx, wk¶we` I ceÜKvi| e½eÜ ¯§wZ hv`Ni d‡Ûkb Av‡hwRZ 7B gv‡P AbwôZ Av‡jvPbv mfvq cwVZ ceÜ|

দিয়েই তার উপলব্ধি হয় পাকিস্□ান প্রতিষ্ঠার নামে প্রাপ্ত স্বাধীনতা ছিল 'ফাঁকির স্বাধীনতা' - এ ছিল 'এক শকুনের হাত থেকে আর এক শকুনের হাতে পড়া'। তাঁর দৃষ্টিতে,

> **১৯৪৭ সালের পুর্বে আমরা যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেছিলাম তখন আমাদের স্বপ্ন ছিল আমরা স্বাধীন হব। কিন্তু সাতচল্লিশেই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম যে, আমরা নতুন করে পরাধীনতার শৃ□খলে আবদ্ধ হয়েছি।**

এই উপলব্ধিই দীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধু, তাঁকে পরিণত করেছিল জননেতায়, নিয়ে এসেছিল রেস কোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে একাত্তরের ৭ই মার্চে জাতির মহাক্রান্ি□ লগ্নে সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে, এবং শেষ পর্যন্□ বাংলাদেশের স্থপতিতে। কিন্তু তখনই তিনি পাকিস্□ানের রাষ্ট্রীয় কাঠামো থেকে বেরিয়ে আসার আন্দোলনে নামেন নি। তিনি রাজপথে নেমেছিলেন পুর্ব বাংলার মানুষের ভাষার দাবীতে, অধিকার আদায়ের দাবীতে- তারই ফলশ্র□তি ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে যে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে উঠল, তাকে ভাষা দিলেন, জনগণের আশা আকা□খায় রূপায়িত করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি স্বাধিকার আন্দোলনকে চুড়ান্□ পর্যায়ে নিয়ে আসেন বাঙালীর স্বাধীনতা আন্দোলনে। তাই সেদিন বাঙালীর দাবী একদফার কেন্দ্রীভুত হল --- "বীর বাঙালী অস্□ ধর বাংলাদেশ স্বাধীন কর।, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা।"

## ৭ই মার্চের ভাষণের পটভুমি ঃ

সাতই মার্চ এলেই নানা দিক থেকে শেখ মুজিবের সেই অমর ভাষণটির রেকর্ড বাজতে থাকে ভোর বেলা থেকে। চারদিক থেকে শুনতে পাই,

> **ভায়েরা আমার,**
> **আজ দুঃখভারাক্রান্□ মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। .. ..**

ঠিক যেমন ২১শে ফেব্র□য়ারী এলে আমরা আমাদের কালে প্রভাতফেরীতে গেয়ে উঠতাম, **'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্র□য়ারী আমি কি ভুলিতে পারি––'**

মুহুর্তে আমি যেন চলে যাই রমনার সেই সবুজের সমারোহে- রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ জনতার মাঝে। চোখের সামনে দেখতে পাই সেদিনের রেসকোর্স ময়দানে আমরা যেন অনন্□কাল ধরে অপেক্ষা করছি শিল্পীর অপেক্ষায়, কখন তিনি আসবেন, কখন তিনি আমাদের উপহার দেবেন একটি শব্দ যার নাম **স্বাধীনতা**। মাথার ওপর চক্কর দি□ছ পাকসৈনিকদের বিমান আর হেলিকপ্টার বাহিনী। লক্ষ জনতা যেন ওদের তাড়িয়ে দেবার জন্য পিন পতন নীরবতা ভেঙে গর্জে উঠেছিল, 'জয় বাংলা' বলে। যে ধ্বনি পরবর্তীকালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল, কিন্তু যে ধ্বনি আজ নিষিদ্ধ বাংলার শব্দ তরঙ্গে, বাংলা ভাষায়।

কিন্তু কেন সেদিন আমার মত অখ্যাত এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক'কে টেনে এনছিল রেস কোর্স ময়দানে– আমাকে কেউ তো নির্দেশ দেয় নি। আমার মত ছাপোষা নির্বিরোধী মানুষের তো ঘরের মধ্যে বসে থাকার কথা- বিপদ থেকে শত হস্ □ দুরে। কিন্তু মন বলছিল আজ বাংলার-বাঙালীর এক নতুন ইতিহাসের অধ্যায় রচিত হবে। ইতিহাস রচনার এই মাহেন্দ্রক্ষণে উপস্থিত থাকা হাজার বছরে একবারই আসে। কাজেই সেদিন ঐ ময়দানে উপস্থিত ছিলেন যারা, তারা অনেকের চাইতে ভাগ্যবান- তারা সেদিন জন নন্দিত নেতা বঙ্গবন্ধুর সাথে ইতিহাস রচনায় অংশ নিয়েছিলেন, আর ইতিহাসের নিয়ন্ □ক অমর কাব্যখানি লিখেছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং, যে কাব্যের নাম **"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম"** । আমরা ইতর জনেরা শুনেছি সেই কাব্যের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি পংক্তি, প্রতিটি শব্দ পিন পতন নিঃস্ □ব্ধতার মধ্যে।

কি পটভুমিতে বাঙালীর এই কাব্য সেদিন লক্ষ জনতার মাঝে গীত হয়েছিল শেখ মুজিবের উদ্দীপ্ত কণ্ঠে অপনারা যাঁরা বিদগ্ধজন আমার সামনে উপবিষ্ট তাঁরা আমার চাইতে অনেক বেশী জানেন। পুনর্ব্যক্ত করা হয়তো ধৃষ্টতা হবে আমার জন্যে। যে লক্ষ্য নিয়ে একদিন তিনি জাতির কাছে ৬ দফা উপস্থিত করেছিলেন তাকে এগিয়ে নিয়ে সেদিনের পুর্ব বাংলার মানুষের সার্বিক মুক্তি সংগ্রামকে পরিপুর্ণতা দেবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল ৭ই মার্চে। আর এ সুযোগটি করে দিয়েছিলেন পাকিস্ □ানের তৎকালীন স্বয়ংসিদ্ধ প্রেসিডেন্ট সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান তাঁর ১লা মার্চে রেডিও ঘোষণায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করে।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে যে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় উভয় সভায় ঐতিহাসিক নির্বচনী বিজয়ী নেতা তাঁর নির্বচনী ভাষণে নানা ষড়যন্ □কে লক্ষ্য করে দেশবাসীকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ৭০'এর নির্বাচনের প্রক্কালে ঃ

> **.. .. .. অ পড়হংঢ়রৎধপু যধং নববহ মড়রহম ড়হ ধমধরহংঃ ঃযব ঢ়বড়ঢ়যব ড়ভ ইধহমযধফবধ্য নু ঃযব নঁৎবধঁপৎধঃং, ঃযব াবংঃবফ রহঃবৎবংঃ, ঃযব ৎঁষরহম পষরয়ঁবং ধহফ পড়ঃৎবরব ভড়ৎ ঃযব ষধংঃ ২২ বধৎং. ওভ ঃযবু ধৎব ঢ়যধুরহম ঃযবরৎ ড়যফ মধসবং হড়ি, ঃযবু ংযড়ঁবফ শহড়ি ঃযধঃ ঃযবু বিৎব ঢ়যধুরহম রিঃয ভরৎব. (চৎবংং পড়হভবৎবহপব নু ঝযবরশয গঁলরন, ২৬ ম ঘড়াবসনবৎ, ১৯৭০, অচচ)**

সারাটি জীবন ভর তিনি দেশবাসীকে বার বার এ ধরণের সাবধান বাণী উ□চারণ করেছেন আর আন্দোলনে সম্স্লৃক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। এই সাবধান বাণীর চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল সেদিন ৭ই মার্চের সেই স্বাধীনতার ডাক দেয়া অবিস্মরণীয় ভাষণে ঃ **" .. .. সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি -- তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।"** এই অসাধারণ উ□চারণ তিনিই করতে পারেন যাঁর পেছনে থাকে সারাদেশের সাতকোটি মানুষ যাদের তিনি অন্ □র দিয়ে ভালবাসেন- আর এই ভালবাসা উৎক্ষরিত হয়েছে তাঁর হৃদয়ের মর্ম থেকে। অসংখ্যবার তিনি আমাদের এই ভালবাসার কথা শুনিয়েছেন, এরই একটি নিদর্শন, যা তিনি সত্তরের একটি নির্বচনী বক্তৃতায় বলেছিলেন ঃ

> **আপনারা যে ভালবাসা আমার প্রতি আজও অক্ষুন্ন রেখেছেন, জীবনে যদি কোনদিন প্রয়োজন হয় তবে আমার রক্ত দিয়ে হলেও আপনাদের এ ভালবাসার ঋণ পরিশোধ করব।**

বঙ্গবন্ধু তাঁর এই প্রতিশ্র□তি অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করেছিলেন-- পঁচাত্তরের কাল রাত্রিতে ১৫ই আগস্টে।

সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া কী আগুন নিয়ে খেলা শুর□ করেছিলেন কিন্তু সেদিন তিনি হয়তো জানতেন না যে এই আগুনের উত্তাপে তাঁর সাধের পাকিস্□ান ভস্মীভুত হয়ে যাবে। সে দিনই-- আমাদের মুক্তি যুদ্ধের সুচনা হয়ে গিয়েছিল প্রকৃত অর্থে। "পশ্চিমারা কি বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা ছেরে দেবে, ৬ দফার ভিত্তিতে শাসনতন্□ তৈরী করতে দেবে ?" এই ছিল সেদিনের সাত কোটি বাঙালীর প্রশ্ন। আমার সেদিন মনে হয়েছিল আমরা যেন প্রশ্নটির জবাব পেয়ে গেছি- 'বাংলার স্বাধীনতা'। হঠাৎ করেই ৬-দফা ১১-দফা যেন এক দফায় পরিণত হল- 'বাংলার স্বাধীনতা'। মানুষের ঢল নেমে এল ঢাকার রাজপথে- শ্লোগানে শ্লোগানে মুখরিত হল জনতা ঃ

**বীর বাঙালী অস্□ ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর;**
**পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা।**

ছাত্র জনতা ছুটল হোটেল পুর্বানীর দিকে যেখানে শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করছিলেন দেশের ভবিষ্যত শাসনতন্□ প্রণয়ন সম্পর্কে। তাদের ই□ছা ভাষা পেয়েছে ইতিমধ্যে ঃ

**তোমার দেশ আমার দেশ**
**বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ;**
**তোমার নেতা আমার নেতা,**
**শেখ মুজিব, শেখ মুজিব।**

এরই প্রতিক্রিয়ায় বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষিণকভাবে ডাকা জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, **"লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্□ সংগ্রাম চলবে। জনতার শোষণ মুক্তিই আমাদের লক্ষ্য। .. .. আমরা এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবই। .. .. আগামী ৭ই মার্চ পর্যন্□ সমগ্র পুর্ব বাংলায় প্রত্যেক দিন বেলা দুটো পর্যন্□ হরতাল অব্যাহত থাকবে। আর এর মধ্যে যড়যন্□কারীরা যদি বাস্□ব অবস্থাকে স্বীকার করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ৭ই মার্চে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হবে। .. .. "**(একাত্তরের রণাঙ্গন, শামসুল হুদা চৌধুরী, আহমেদ পাবলিশিং হাউজ, ঢাকা, ১৯৮৪)। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় বাংলার মানুষ গর্জে উঠল, **"পরিষদে লাথি মার, বাংলাদেশ মুক্ত কর।"**

ইয়াহিয়ার ১লা মার্চের ঘোষণায় শুধু সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয় নি, শিক্ষক ও বুদ্ধজীবী সমাজ, শিল্পী সম্প্রদায় সহ সকল পেশার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ, বিক্ষুব্ধ শিল্পী সমাজ রাজপথে নেমে এসেছিল ইয়াহিয়ার ১লা মার্চের ঘোষণার প্রতিবাদে।

## ৭ই মার্চের সেই অবিস্মরণীয় ঘোষণা

অবশেষে সেই প্রতীক্ষিত দিন এল, ১৯৭১ এর ৭ই মার্চ। বলদৃপ্ত মিলিটারী জান্□ার প্রতিভু ইয়াহিয়া খানের ১লা মার্চের ঘোষণার সমুচিত জবাব আজ তিনি দিলেন রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ জনতার সামনে --- বাঙালীর অন্□রের কামনাকে ভাষা দিলেন :

এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

আমাদের ভবিষ্যত সশস্ত্র যুদ্ধের অনুপ্রেরণার বাণী রচিত হয়ে গেল। সেদিনের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির স্মৃতি আজও আমায় রোমাঞ্চিত করে। লক্ষ মানুষের সাথে আমিও অপেক্ষা করছি কখন আসবেন ইতিহাসের মহানায়ক -- অপেক্ষা করছি শিল্পীর আগমনের। সেই অপেক্ষার মুহূর্তগুলিকে আমাদের সকলের হয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ ভাষা দিলেন ঃ

একটি কবিতা লেখা হবে
তার জন্যে অপেক্ষা উত্তেজনা নিয়ে
লক্ষ লক্ষ উন্মত্ত অধীর ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা বসে আছে
ভোর থেকে জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে
কখন আসবে কবি।
.... .... ....

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।

এল অতি প্রতিক্ষিত মুহূর্তটি অবশেষে, তিনি এলেন- মঞ্চে উঠলেন, ধীরে ধীরে উচ্চারণ করলেন 'ভায়েরা আমার', গাঢ় থেকে গাঢ়তর হল তাঁর কণ্ঠ: কণ্ঠে কখনও বেদনার কান্না, কখনও ক্রোধ ঝরে পড়ছে, কখনও সমাহিত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠের আহ্বান। আবেগ আছে, রোমাঞ্চ আছে- আছে শিহরণ জাগানো বাক্য, উদ্দীপন আছে- আছে ক্রন্দন, কিন্তু সবার উপরে আছে সংগ্রামী ভাষা। উচ্চ কণ্ঠে "স্বাধীনতার মন্ত্রটি" আমাদের কানে গায়ত্রী মন্ত্রের মত শোনালেন, শোনলেন অনুপম এক কাব্যময় ভাষণ; এমন সুন্দর কবিতার ভাষায় কে কবে লক্ষ মানুষের কাতারে বসে মন্ত্রমুগ্ধের মত ভাষণ শুনেছেন ?
আবারও কবি নির্মলেন্দু গুণের ভাষায় বলি ঃ

গণসুর্যের মঞ্চ কাপিয়ে কবি
শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি ---
"এবারের সংগ্রাম
আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অনেক মহাপুরুষের, মহান রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সুভাষণ শুনেছি, কিন্তু এমন কবিত্বময় অথচ প্রাণস্পর্শী, উদ্দীপনাময় অথচ সংযত বক্তৃতা আমাকে এত গভীরভাবে স্পর্শ করে নি। সত্যিই বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ এক অনুমপ অমর কবিতা। লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তা অনুরণিত হচ্ছিল---

করতালিতে আর জয়বাংলা ধ্বনিতে স্বাধীনতার মন্ে উদ্বেলিত জনতা তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল। খুব কম সংখ্যক জননেতার ভাগ্যেই ঘটে এমনতর বিরল প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করার। এটি কোন রাজনৈতিক বক্তৃতা নয়- এটি তাঁর অন্ের মর্মস্থল থেকে উৎক্ষরিত, তাঁর জনগণের প্রতি ভালাবাসার হৃদয় নিংরানো অন্ের অনুভুতি; যে জনগণকে তিনি কাছ থেকে দেখেছেন, ভালবেসেছেন, শ্রদ্ধা করে এসছেন এবং সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। সেদিনের সেই উত্তাল জনতা এক কথায় চমৎকৃত-বিমোহিত এবং জনতা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে, অঙ্গিকারে ও যে কোন ত্যাগ স্বীকারে। এটি ছিল একটি অনন্য কবিতা একটি মন্ যা সেদিন সেই মুহুর্তে কেবল শেখই রচনা করতে পারতেন, আবৃত্তি করতে পারতেন, এবং শ্রোতদের উদ্বেলিত করতে পারতেন-- অন্য কেউ নয়। লক্ষ জনতার সামনে-- যে জনতা প্রত্যাশার আগুনে উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে, রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা নয়, বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিকভাবে লিখে চলেছিলেন এক কবিত্বময় মহাকাব্য- তাঁর নিজেরই চয়িত শব্দ এবং বাক্যবিন্যসে- যার মধ্যে মিশ্রন ঘটেছে আবেগ, হেতু এবং যুক্তিবাদী বিচক্ষণতার। আমি আজও যেন শুনতে পাই আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান এক বিশালদেহী মানষের অশ্রুভেজা ও আবেগে অবরূদ্ধ কণ্ঠ নিংসৃত স্বাধীনতার সেই মন্োচ্চারণ ঃ **'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'** সেই ঐতিহাসিক উচ্চারণ আর সেই মুহুর্তটি কি কোন দিন ভোলা যায় ? সেই মুহুর্ত থেকে আমাদের স্বাধিকার আন্দোলন রূপান্রিত হল "স্বাধীনতার সংগ্রামে"। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি ডাক দিলেন ঐ মঞ্চ থেকেই অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের,

> **.. .. আজ থেকে বাংলাদেশে কোর্ট কাচারী, আদালত, .. .. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। .. .. গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য যে সমস্ অন্যান্য জিনিষ আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট , সেমি-গভর্মেন্ট দফতরগুলি, ওয়াপদা, কোন কিছু চলবে না। .. ..**
>
> **.. .. সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ আমার এই দেশের মুক্তি না হবে খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হল। কেউ দেবে না।**

অসহযোগ আন্দোলন যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে তিনি প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ করে তুলে সশস্ সংগ্রামের আহ্বান জানালেন; 'যার যা আছে তাই দিয়ে' শত্রুর মোকাবেলা করতে নির্দেশ দিলেন, শত্রু বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে অবরুদ্ধ করে 'ভাতে ও পানিতে' মারার আদেশ করলেন জনগণকে। যদি তিনি অথবা তার সহকর্মীদের কেই যুদ্ধ পরিচালনার জন্য না থাকতে পারেন, সেই প্রেক্ষিতে জননেতা নির্দেশ রেখে গেলেন সাধারণ মানুষের জন্য, " **.. .. তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্াঘাট যা যা আছে সবকিছু -- আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে।**" এমন সর্বব্যাপী- সকল বিষয় স্পর্শকারী হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এবং জনগনের বোদ্ধ শব্দ ও বাক্য শৈলীতে জনগণের কাছে উপস্থাপন করা কেবল শেখ মুজিবের পক্ষেই সম্ভব যিনি বাংলার মানুষের অনুভুতির কথা জানেন, যাদের প্রত্যশা ও মনের কথা পড়তে পারেন। সেদিন বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি শব্দ প্রতিটি বাক্য প্রতিটি উচ্চারণ আমাদের মনে আগুন জ্বালিয়েছিল- প্রত্যয় জাগিয়েছিল প্রতিশোধের- আমাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল স্বাধীনতার রক্ত শপথে। তাঁর কণ্ঠস্বর কখনও উচুগ্রামে নিনাদিত হয়েছে, কখনও ক্ষোভে-দুঃখে ভেঙে পড়েছে, কখনও বাংলার দুঃখী মানুষের বঞ্চনার কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ অবরূদ্ধ হয়েছে, আবার বজ্রউদ্দীপ্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠ আমাদের নির্ভার ও নির্ভয় করেছে। পরিশুদ্ধ প্রমাণ বাংলা নয়, আবার পুর্ববাংলার কোন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা বা উচ্চারণও নয়, - বাংলাদেশের

সকল অঞ্চলের মানুষ প্রাকৃত জন থেকে সুশীল সমাজ সবার কাছে বোধ্য গ্রাহ্য ও আকর্ষণীয় এক বচনাশৈলী ও অনুপম ভাষাশৈলী নির্মাণ করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কথাশ্লিপীর মতই। স্বল্প কথায় অপুর্ব বাচনভঙ্গীতে পুর্ব বাংলার মানুষের প্রায় সিকি শতকের বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরেছেন। কি পরিমিতি বোধ- আমাদের আশ্চর্য্য করে দিয়ে ধীরে ধীরে হৃদয়ভাঙা কণ্ঠে উ□চারণ করলেন,

" .. .. আমাদের ন্যাশনাল এসেমিব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র□ তৈরী করব এবং এদেশের ইতিহাসকে গড়ে তুলব। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি- বাংলাদেশের করূণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস-- এই ইতিহাস মুমুর্ষু মানুষের কর□ণ আর্তনাদ-- এদেশের কর□ণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সাল আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদীতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দেলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলী করে হত্যা করা হয়েছেল। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খাঁর পতনের পর ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র□ দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তার পর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। .. .. "

ইয়াহিয়ার ৬ই মার্চের ঘোষণার কূটচাল ও দুরভিসন্ধির সমুচিত জবাব দিলেন বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ই মার্চের ভাষণে।

.. .. রক্তের দাগ শুকায় নাই। .. .. রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের রক্তের উপর দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত□ সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে হবে। .. .. আর জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্ত□ান্ত□র করতে হবে।

সেদিন থেকেই বস্তুত পুর্ব পাকিস্ত□ান আর পুর্ব পাকিস্ত□ান রইল না-- রূপান্ত□রিত হল স্বাধীন বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধু স্বয়ং দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন এড়্গাং হয়ে দাঁড়ালেন কার্যতঃ (ফব ভধপঃড়) 'বাংলা'র রাষ্ট্রনায়ক। আর শহীদ তাজুদ্দিন অহমদ প্রধান মন্ত্রী□র ভুমিকায় অবতীর্ন হয়েছিলেন -- তাঁর স্বাক্ষরিত নির্দেশনামার মাধ্যমেই বাংলাদেশ শাসিত হতে থাকল ২৫শে মার্চের কাল রাত্রি পর্যন্ত□। বঙ্গবন্ধু তখন রাষ্ট্রশাসকের মতই একদিকে দেশেন শাসন কার্য পরিচালনা করছিলেন, অন্য দিকে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনসহ সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দি□ছলেন, আবার প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও পাকিস্ত□ানী সামরিক জান্ত□াকে আলোচনার টেবিলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান রূপেই কার্যকরভাবে মোকাবেলা করছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়হিয়া ও সামরিক জান্ত□া এই অপমানের কথা ভুলতে পারেন নি- যার ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত প্রকাশ ঘটেছিল ২৫শে মার্চের কাল রাত্রিতে- ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যা শুর□ও মধ্য দিয়ে, যার নাম দিয়েছিল তারা 'অপারেশন সার্চলাইট'। আর ২৬শে মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের মানুষের বির□দ্ধে, বাংলাদেশের বির□দ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করলেন যখন তিনি পশ্চিম পাকিস্ত□ানে পালিয়ে গিয়ে নিরাপদ দুরত্বে বসে পাকিস্ত□ান বেতারে কুৎসিৎ ভাষায় উ□চারণ করলেন ঃ

"ঝযবরশয গঁলরনঁৎ জধযসধহ্ণং ধপঃরড়হ ড়ভ ৎঃধৎঃরহম যরং হড়হ-পড়ড়ঢ়বৎধঃরড়হ সড়াবসবহঃ রং ধহ ধপঃ ড়ভ ঃৎবধৎড়হ. ঐব ধহফ যরং ঢ়ধৎঃু যধাব ফবভরবফ ঃযব ষধভঁষ ধঁঃযড়ৎরঃু .. .. ঃযব সধহ ধহফ যরং ঢ়ধৎঃু ধৎব বহবসরবং ড়ভ চধশরংঃধহ, .. ... ঐব যধং ধঃঃধপশবফ ঃযব ৎড়ষরফধৎরঃু ধহফ রহঃবমৎরঃু ড়ভ ঃযরং পড়ঁহঃৎু □ ঃযরং পৎরসব রিষষ হড়ঃ মড় হ্ঢ়ঁহরংযবফ. " (এবহবৎধষ ণধযুধ কযধহ্ণং ইৎড়ধফপধৎঃ ড়হ গধৎপয ২৬, ১৯৭১,

ঋবব ইধহমষধফবংয ঈড়হংবসঢ়ড়ৎধৎু উাবহঃং ধহফ উড়পঁসবহঃং, চবড়ঢ়ষব্থং জবঢ়ঁনষরপ ড়ভ ইধহমষধফবংয, ১৯৭১)

## ৭ই মার্চের ভাষণের প্রতিক্রিয়া ও মুল্যায়ন

সামরিক জান্তা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল রেসকোর্স ময়দান থেকে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের সরাসরি সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়ে। প্রতিবাদমুখর বেতার ও টেলিভিশনের কর্মচারী ও কর্মকর্তারা সকল অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ করে রাস্তায় নেমে এল। ৭ই মার্চের ভাষণেই বঙ্গবন্ধু বেতার ও টেলিভিশন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন,

> মনে রাখবেন, রেডিও, টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোন বাঙালী টেলিভিশনে যাবেন না।

### রাজনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়া ঃ

বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার পরপরই তখনকার পুর্ব পাকিস্তানের ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দলের নেতারা বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার সংগ্রাম ও অসহযোগ কর্মসুচীর প্রতি সমর্থন, সেদিন অবস্থার চাপেই হোক অথবা অন্তর থেকেই হোক, দিয়েছিলেন। এসব নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- ন্যাপের পুর্বাঞ্চলের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, জাতীয় লীগ প্রধান জনাব আতাউর রহমান, বাংলা জাতীয় লীগের সভাপতি অলি আহাদ, কৃষক শ্রমিক পার্টির সহ সভাপতি জয়নুল আবেদিন, পিডিপি নেতা নুরুল আমীন প্রমুখ। জনাব নুরুল আমীন প্রেসিডেন্টের ১লা মার্চের ঘোষণাকে উস্কানিমুলক বলে অভিহিত করেছেন- যে কারণে পুর্ব পাকিস্তানে স্বতঃস্ফুর্তভাবে 'গণ অভ্যুত্থান' ঘটে, এবং ৬ই মার্চের বেতার ঘোষণাকেও 'সময়োপযোগী' নয় বলে উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ শেখ সাহেবের কর্মসুচীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করে মন্তব্য করেছিলেন, "আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান যে শর্তাবলী আরোপ করিয়াছেন তাহা নিম্নতম ও ন্যায় সঙ্গত।" (ইত্তেফাক, ৯-৩-৭১)

মওলানা ভাসানী দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবের পতাকায় এককাতারে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে, বলেছিলেন 'স্বাধীনতার বিকল্প নেই'। ৯ই মার্চে অনুষ্ঠিত পল্টনের এক বিরাট জনসমুদ্রে শেখ সাহেবের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন ঃ 'সাত কোটি বাঙালীর মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না'।

পুর্বপাকিস্তানের কম্যুনিস্ট পার্টি আহ্বান জানায় (৯ই মার্চ, ১৯৭১) বাংলার জনতার প্রতি ঃ "শত্রু বাহিনীকে মোকাবেলায় প্রস্তুত হউন, গণস্বার্থে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রাখুন।"

মার্কসবাদী ও লেনিনবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও ৯ই মার্চের একটি ঘোষণা পত্রে পাকিস্তানী সেনাদের কবল থেকে পুর্ব বাংলাকে মুক্ত করে 'জনগণতান্ত্রিক পুর্ব বাঙলা' কায়েম করার আহ্বান জানায়।

অন্যদিকে পাকিস্□ানের গণঐক্য আন্দোলনের নেতা এবং শেখ সাহেবের বিশেষ বন্ধু এয়ার মার্শাল (অব) আসগর খান, যিনি তখন ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, তাঁর প্রতিক্রিয়া জানায় এই বলে, **"পরিষদে যাওয়ার পুর্বে শেখ মুজিব অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্□ান্□রের যে দাবী করিয়াছেন উহাও সময়োপযোগী এবং যুক্তি সঙ্গত।" (সংবাদ, ৮-৩-৭১)**। আর পাকিস্□ান পিপল্স্ পার্টির প্রধান জেড এ ভুট্টো 'পুর্ব ও পশ্চিম পাকিস্□ানে দুই সংখ্যাগোরিষ্ঠ' দলের হাতে ক্ষমতা হস্□ান্□রের দাবী জানিয়েছেন।

## ছাত্র সংগঠনসমুহের প্রতিক্রিয়া ঃ

ছোটবড় সকল ছাত্র সংগঠনই ৭ই মার্চেও ভাষণের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে। ছাত্রলীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানালো দৃঢ়তার সাথে সংগ্রামের অঙ্গিকার জানিয়ে ঃ

> **বাংলার বর্তমান মুক্তি আন্দোলনকে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' ঘোষণা করিয়া স্বাধীন বাংলার জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক জনসভায় যে প্রত্যক্ষ কর্মসুচী ঘোষণা করিয়াছেন আমরা উহার প্রতি পুর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি আহ্বান জানাইতেছি.. ..। (দৈনিক ইত্তেফাক, ৯ই মার্চ, ১৯৭১)**

লক্ষ্য কর□ন ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ তখন থেকেই বঙ্গবন্ধুকে 'বাংলার জাতির পিতা' নামে অভিহিত করতে থাকেন। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার আহ্বানকে সমর্থন জানিয়েছিল ঃ

> **শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ঘোষণায় যে দাবী উত্থাপন করিয়াছেন উহা সঠিক ও ন্যায় বলিয়া আমরা মনে করি। .. .. এই কঠিন লড়াইয়ে জয়যুক্ত হওয়ার জন্য সংকীর্ণ দলাদলি ভুলিয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়া প্রতিটি দেশ প্রেমিক ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের জর□রী কর্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।**

তখন থেকেই এ দুটি ছাত্র সংগঠন রাজপথে আন্দোলন ছাড়াও সংশস্□ সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষন নেবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করে থাকে।

## বুদ্ধিজীবী ও পেশাজীবীদের প্রতিক্রিয়া

ছোট বড় রাজনৈতিক দল, ছাত্র সংগঠন ছাড়াও সকল স্□রের সরকারী - বেসরকারী পেশাজীবীদের সংগঠনসমুহ, শিক্ষক-শিল্পী-লেখকসহ বুদ্ধিজীবী মহল কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত আইন শৃ□খলা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ, উ□চ পর্যায়ের আমলা ও তাদের সংগঠন, নিম্ন ও উ□চতর আদালতের বিচারকবৃন্দ শুধু শেখ সাহেবের প্রতি নৈতিক সমর্থন দেন নি, দেশ পরিচালনায় আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন- আন্দোলনে যথাযথ সক্রিয় ভুমিকা রেখেছিলেন। ইয়াহিয়া কর্তৃক নব নিযুক্ত গভর্নর টিক্কা খানকে শপথ বাক্য পাঠ করাতে প্রদেশের উ□চতর আদালতের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী'র অস্বীকৃতি আন্□র্জাতিক মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এবং ঘটনাটি প্রমাণ করে সেদিন বাংলাদেশে সকল রাষ্ট্র ক্ষমতার উৎস ছিল আওয়ামী লীগ পরিচালিত অঘোষিত সরকার। এক কথায় সর্বস্□রের মানুষ নিজ নিজ অবস্থান থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেলিন সে সময়, আমাদের জাতীয়

জীবনের সবচাইতে ক্রান্তি□ লগ্নে। নমুনা স্বরূপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমাজের ভূমিকার কথা সে সময় পত্রিকায় একদিনের প্রতিবেদন উল্লেখ করছি ঃ

> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও পিছিয়ে ছিলেন না। ১১ মার্চে অধ্যাপক হবিবুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিক্ষক সমিতির এক সভায় শিক্ষকবৃন্দ আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে এবং বাঙালীর মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন দানের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আবেদন জানান।

সাধারণভাবে সকল স্ত□রের বুদ্ধিজীবীরা বঙ্গবন্ধুর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। এখানে নমুনা স্বরূপ দু'একজনের প্রতিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করছি, যাঁরা পরবর্তীকালে ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধে নিবিরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তৎকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং ইতিহাসবিদ ড. এ. আর মল্লিক লিখেছেন ঃ

> আমার মনে হয়, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বাঙালির ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। .. .. ৭ই মার্চের ভাষণ বেতার (পরদিন) মারফত চট্টগ্রামে থেকেই আমাদের শোনার সুযোগ হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি সংগ্রামে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত□ নেই ঐ দিনই। (আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, এ. আর. মল্লিক, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫)

আমাদের সাহিত্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক জগতের পরিচিত মুখ শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান ৭ই মার্চের অনুভূতির কথা এভাবে মনে রেখেছেন ঃ

> .. .. ৭ই মার্চের বক্তৃতা .. শুনতে পেলাম ৮ই মার্চে। কী অসাধারণ ভাষণ ! সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। বঙ্গবন্ধু যখন বললেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', তখনই মনে হলো, পৃথিবীর বুকে একটি নতুন জাতির জন্ম হলো। .. .. (আমার একাত্তর, আনিসুজ্জামান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৭)

সুদক্ষ ব্যুরোক্র্যাট মুক্তিযোদ্ধা জনাব নুর□ল কাদেরের মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের পেছনে ছিল বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণা ঃ "**.. .. ৭ই মার্চ শেখ মুজিব যে ঘোষণা দিয়েছেন, এবারের সংগ্রাম 'স্বাধীনতার সংগ্রাম' তাতেই এই দিক নির্দেশনা রয়েছে, আর বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনাও কাজ করেছে।**" (একাত্তর আমার, মোহাম্মদ নর□ল কাদের, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯)।

## সামরিক ব্যক্তিদের প্রতিক্রিয়া ঃ

তৎকালের ই. পি. আর ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে থাকা অধিকাংশ বাঙালী অফিসার ও সাধারণ সদস্যরা বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে সশস্ত্র□ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও প্রস্তুতি গ্রহণের দিক নির্দেশনা হিসেবেই গুর□ত্বের সাথে গ্রহণ করেছিল। এসব তরুণ অফিসার ও সদস্যরা অনেকেই ৯ মাসের সশস্ত্র□ যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। আমরা প্রসঙ্গত দু'এক জন সেক্টর কমান্ডারারের মন্ত□ব্যের উদ্ধৃতি দেব। প্রথমেই বাংলাদেশ মুক্তিবাহিণীর প্রধান তখনকার কর্নেল (অব) এম. এ. জি. ওসমানি'র উক্তি স্মরণ করতে পারিঃ

> ইয়াহিয়ার বর্বর বাহিনীর আক্রমনের বির□দ্ধে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে এবং বাংলাদেশের মানুষের প্রতিরোধ সংগ্রামে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের বীর অফিসার ও সৈনিকেরা (বাংলার বাঘেরা), সাবেক ইস্ট পাকিস্ত□ান .. ..

রাইফেলসের সাহসী বীরেরা, দেশপ্রেমিক আনসার ও মুজাহিদেরা এবং সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর বঙ্গবীর ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সংগ্রাম শুরু করে। .. .. এ যুদ্ধ কোন বিদ্রোহ ছিল না। এ যুদ্ধ জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ-- জাতীয় স্বাধীনতার অর্জনের লড়াই। ( বাংলরি বাণী, এম. এ. জি ওসমানী, ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭২)

চট্টগ্রামস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইউনিটের সেকেন্ড ইন কমান্ড, মেজর জিয়াউর রহমানের এ প্রসঙ্গে একটি উক্তিও আমরা উল্লেখ করতে পারি ঃ

৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হল। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে তা জানালাম না। .. .. ..”(একটি জাতির জন্ম, দৈনিক বাংলা, ২৬শে মার্চ, ১৯৭২, পুনর্মুদ্রিত সাপ্তাহিক বিচিত্রা, স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৯৭৪)।

মেজর জিয়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের এই ঘোষণাকে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার সবুজ সংকেত হিসেবে গ্রহণ করে চট্টগ্রামে ২৫শে মার্চের রাত্রে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টের সহকর্মীদের সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আর এক বীর সৈনিক, যুদ্ধকালে ১নং সেক্টরের প্রধান, মেজর রফিকুল ইসলাম, বীর উত্তম বঙ্গবন্ধুর ভাষণকে এবং সেদিনটিকে এভাবে দেখেছেন ঃ

.. .. (সেদিন) লাখো মানুষের কণ্ঠে সাগর গর্জনের ন্যায় ধ্বনিত হতে থাকলো “জয় বাংলা”। .. .. গণ অভ্যুত্থানে সময় এবং যুদ্ধকালে এ শ্লোগান বাঙালীদের জীবনে অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। তাই জয় বাংলা জয়ধ্বনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
সেদিনের সভায় শেখ মুজিবের এ ভাষণ বাঙালী জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ। গভীর আবেগে, নির্ভুল যুক্তি, এবং ভবিষ্যতের দিক নির্দেশনাপুর্ণ এ ভাষণে অকুতোভয় শেখ মুজিব বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, (.. .. এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম)।

মেজর রফিকুল ইসলামের মুল্যায়নে শেখ সাহেবের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি নির্দেশনা হলঃ (ক) আমি যদি হুকুম দেবার না পারি, যদি আমার সহকর্মীরা না থাকেন, আপনারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন; (খ) খাজনা ট্যাক্স সব কিছু বন্ধ করে দেবেন; (গ) এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম। এর পর মেজর রফিক প্রশ্ন রেখেছেন, “তিনি কি তাঁর ভাষণে দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত জনগণের স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যাবার কথা সস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নি ?” (লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে, রফিকুল ইসলাম, ৩য় প্রকাশন, ১৯৮৯)
বাহুল্যবোধে আরও অনেকের উক্তি এখানে উদ্ধৃত হল না।

অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে তাঁর বলা উচিত ছিল আগে ‘স্বাধীনতার কথা’, পরে মুক্তির কথা। তাঁরা ভুলে যান, শেখ মুজিব শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে, আরাম কেদারায় বসে কবিতা লিখছেন না, মনে রাখা উচিত লক্ষ উন্মুখ মানুষের সামনে তাৎক্ষণিক ভাষণ দিচ্ছেন, যে ভাষণের প্রতিটি কথা প্রতিটি শব্দ শত্রুপক্ষ মনিটর করছে পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে। তাই প্রতিটি শব্দ তাকে উচ্চারণ করতে হচ্ছে যা দেশবাসীর আশা ও উচ্চাকাঙ্খার (যড়ঢ়বং ধহফ ধংঢ়রৎধঃরড়হ) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে, তেমনি নিরর্থক কোন আচানক শব্দ উচ্চারণ করে শত্রুকে হাতল (ষবাবৎ) দেয়া থেকে সংযত থাকতে হবে - সংযত থাকতে হবে শব্দ চয়নে, বাক্যবিন্যাসে। তাঁর ভাষণ ভারসাম্যের চমকপ্রদ এক উদাহরণ। কিন্তু শেখ মুজিব জানতেন কোন শব্দটি আগে উচ্চারণ করতে হবে, কখন করতে হবে। তাই তিনি মুক্তির কথা আগে উচ্চারণ করেছেন, যেটি আমাদের

মুল লক্ষ্য (ঃধৎমবঃ ড়ৎ মড়ধষ), আর তিনি জানতেন লক্ষ্য যদি হয় 'জনগণের সার্বিক মুক্তি' তাহলে স্বাধীনতা অর্জন হল প্রথম পদক্ষেপ আর তার ওপর জোর দেওয়ার জন্য তিনি সবশেষে উ□চারণ করলেন " এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" শেষ করলেন মহাকাব্য, জনতার মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে, বঙ্গবন্ধু জানেন কোন কথা দিয়ে শেষ করতে হয়।

অনেক সমালোচক বঙ্গবন্ধুকে এ বলে সমালোচনা করে থাকেন যে সেদিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যাশা ছিল যে তিনি সেদিন বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। এবং সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে তিনি জনগণকে হতাশ করেছেন। এ ধরণের তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের ধারণা এতে অনেক কম রক্তপাতে ও অনেক কম ক্লেশে স্বাধীনতা অর্জন করা যেত। বলা বাহুল্য আমি এ ধরণের বালখিল্য মত তখনও ধারণ করি নি, আজও করি না। বঙ্গবন্ধু জানতেন জনগণ স্বাধীনতার কথাই শুনতে এসেছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু প্র্যাগমাটিক রাজনীতিবিদ, তত্ত্বসর্বস্ব নেতা ছিলেন না। সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে উন্মুক্ত জনতার সম্মুখে স্বাধীনতার ঘোষণা দেবার সময় তখনো আসেনি - এজন্য প্রয়োজন মনস্□াত্ত্বিক ও ভৌত প্রস্তুতি।

৭ই মার্চে আমরা যদি ক্যান্টনমেন্ট দখলের চেষ্টা করতাম তাহলে বিশ্ববিবেক ও জনমত আমাদের পক্ষে থাকত না, আমরা চিহ্নিত হতাম বি□ছন্নতাবাদীরূপে, আর বঙ্গবন্ধু কলঙ্কিত হতেন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে। বিশ্বসংস্থা সহ কোন রাষ্ট্র আমাদের পক্ষে দাঁড়াত না, আমরা বি□ছন্ন হয়ে পড়তাম এবং আমাদেরকে 'বায়াফ্রা'র মত ভাগ্য বরণ করতে হত- এতে আমার অন্ততঃ কোন সন্দেহ নেই।

**জয় পাকিস্□ান বনাম জয় বাংলা**

বঙ্গবন্ধুর বির□দ্ধে ষড়যন্□ ও সমালোচনার তো অন্□ নেই। তাঁকে হত্যা করেও শান্ি□তে থাকতে দেয়া হ□ছ না। কখনও তিনি সমালোচিত হ□ছন পাকিস্□ানকে ভেঙে ফেলার অপরাধে- বলা হ□ছ সত্তরের নির্বাচনে তাঁকে তো পাকিস্□ানের বির□দ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ম্যান্ডেট দেয়া হয় নি, অন্য দিকে সমালোচিত হ□ছন তিনি তো স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি- তিনি তো কাপুর□ষের মত পাকিস্□ানী সেনা বাহিনীর কাছে ২৫শে মার্চের প্রথম প্রহরেই আত্মসমর্পন করেছেন (মনে কর□ন, এই কিছুদিন আগে জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধান মন্□ী স্বাধীন বাংলার রূপকার বঙ্গবন্ধুর সকল অবদান অস্বীকার করে তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যাচার করলেন)। বি.এন.পি চেয়ারপারসন বেগম খালেদার কিছু অন্ধ তর□ণ অনুগামী আছেন যারা বলে চলেছেন, তিনি তো স্বাধীনতা চান নি, তিনি চেয়েছিলেন অখণ্ড পাকিস্□ানের প্রধান মন্□ী হতে। সেদিন ৭ই মার্চের অভিভাষণ তিনি নাকি সমাপ্ত করেছিলেন 'জয় পাকিস্□ান' জয়ধ্বনী তুলে।

এই অন্ধ তর□ণদের জ্ঞাতার্থে বলছি শুধু 'অ্যাকশন অ্যাকশন, ডাইরেক্ট অ্যাকশনে' নিজেদের ব্যস্□ না রেখে সে সময়কার ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি জানতে কিঞ্চিৎ পড়াশুনা কর□ন। সে সময় শেখ সাহেব ৭০'এর ঐতিহাসিক নির্বাচনে বিজয় পরবর্তী অনেক সভা সমিতিতিতে উল্লেখ করেছেন যে তিনি প্রধান মন্□ী হবার জন্য বা ক্ষমতায় বসবার জন্য রাজনীতি করেন নি- তাঁর রাজনীতির মুল ভিত্তি ছিল জনগন, আর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল বাংলার জনগণের অধিকার অর্জন করা। সেদিনের সেই ভাষণেও বঙ্গবন্ধু একথা পুনর্ব্যক্ত করেন লক্ষ জনতার সামনে, "

**আমি প্রধান মন্□ীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত, ফৌজদারী আদালত, শিক্ষা প্রাতষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। ”**

এড়্গার 'জয় পাকিস্□ান' প্রসঙ্গে দু'একটি কথা বলা যাক। সেদিন লক্ষ জনতার কাতারে উপস্থিত থেকে- বঙ্গবন্ধুর প্রতিটি বাক্য শুনেছি, শুনেছি পিনপতন নীরবতার মধ্য দিয়ে সেই অমর কবিতার আবৃত্তি বাংলাদেশের রূপকারের কণ্ঠে। কিন্তু ঐ ঘৃনিত বাক্যটি শুনিনি; যা উ□চারিত হয় নি তা শুনব কি করে? কিন্তু অনেক বিদগ্ধ মানুষ নাকি শুনেছেন বঙ্গবন্ধুর সেই অকথিত বাক্যটি। তাঁরা নিশ্চয় লম্বকর্ণ। (উদাহরণ স্বরূপ দ্রষ্টব্য- *বাংলাদেশের তারিখ*, মওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)। পরদিন ৮ই মার্চে ঢাকাসহ বাংলার সকল বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত বঙ্গবন্ধুর ধারণকৃত ভাষণটি, যা বাংলার কোটি কোটি মানুষ শুনেছিলেন; সেখানে এই বাক্যটি সম্স্লূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। এবং আমার মতে ঐ রেকর্ডকৃত সম্প্রচারটিই হল সবচাইতে প্রামাণিক (সড়ংঃ ধঁঃযবহঃরপ)।

## <u>৮ই মার্চের পত্র পত্রিকায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ</u>

আমি ৮ই মার্চের প্রত্র-পত্রিকাগুলো এই কিছুদিন আগেও অনুপু□খভাবে নিরীক্ষা করে দেখেছি ফলনমশং কিন্তু ঐ সব প্রতিবেদনের কোথাও 'জয় পাকিস্□ান' প্রসঙ্গ দেখি নি। নমুনা স্বরূপ পুর্বদেশের প্রতিবেদনটি শেষ হয়েছে এভাবে ঃ **" প্রস্তুত থাকবেন, ঠাণ্ডা হলে চলবে না। আন্দোলন ও বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন। .. .. শৃ□খলা বজায় রাখুন। কারণ শৃ□খলা ছাড়া কোন জাতি সংগ্রামে জয় লাভ করতে পারে না। জয় বাংলা !"**

পাকিস্□ানপন্থী বলে পরিচিত 'মর্নি নিউজ' বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্স্লর্কিত প্রতিবেদনের শেষ অংশটি ছিল এরূপঃ

> **ঝযবরশয গঁলঁনঁৎ জধযসধহ ফবংপৎরনবফ ঃযব ঢ়ৎবংবহঃ ঃঁৎসমষব্ধং ঃযব ঃঁৎসমষব ভড়ৎ বসধহপরঢ়ধঃরড়হ (গঁশঃর) ধহফ ঃঁৎসমষব ভড়ৎ ভৎববফড়স. (ংধিফযরহধঃধ) ঐব ৎবভবৎৎবফ ঃড় ঃযবং ঢ়ড়রহঃ ঃরিপব রহ যরং ংঢ়ববপয.□ (গড়ৎহরহম ঘবংি, ৮ঃয সধৎপয, ১৯৭১)**

দৈনিক পাকিস্□ান, ইত্তেফাক, পাকিস্□ান অবজার্ভার, দি পিপ্ল প্রত্রিকাগুলোতেও একই ধরণের খবর ও রিপোর্ট পরিবেশিত হয়। বাহুল্য বোধে এখানে উল্লেখ করা হল না। পাঠক লক্ষ্য কর□ন কোন পত্রিকাতেই "জয় পাকিস্□ানের" প্রসঙ্গ নেই। আমি কোন প্রাত্রকার প্রতিবেদনেই শেখ সাহেব 'জয় পাকিস্□ান' ধ্বনি দিয়ে তাঁর ভাষণ শেষ করেছেন এ ধরণের কোন মন্□ব্য বা লেখা দেখি নি।

বেগম খালেদা জিয়ার অন্ধ ভক্তদের জেনে রাখা উচিত তাদের রাজনৈতিক গুর□ জেনারেল জিয়া পরবর্তীকালে তাঁর একটি লেখায় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে স্বাধীনতা যুদ্ধের সবুজ সংকেত বা 'গ্রিন সিগন্যাল' হিসেবে চিহ্নিত করে তখন থেকেই তিনি ভবিষ্যতে স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। জেনারেল জিয়া ঐ ভাষণে 'জয় পাকিস্□ান' আবিষ্কার করেন নি, কারণ জিয়া মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন- তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, দেখেছেন।

## <u>একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার .. ..</u>

এই একটি বাংলা দেশ পাওয়ার জন্য মুষ্টিমেয় কিছু পাকিস্□ানের দোসর ও রাজাকার ছাড়া সাতকোটি বাঙালী সেদিন লড়াইয়ে নেমেছিল 'যার যা ছিল হাতে নিয়ে'। আমাদের অনুপ্রেরণা ছিলেন বঙ্গবন্ধু আর তাঁর সেই

বজ্রকণ্ঠের স্বাধীনতার মন্□ - সেই অমর কবিতাটি ' এবারের সংগ্রাম স্বাদীনতার সংগ্রাম, আব 'জয় বাংলা' শ্লোগান - যা আমাদের রণধ্বনিতে পরিণত হয়েছিল। আর সেজন্যই আমরা যুদ্ধ করতে করতে পেরেছিলাম গান করতে, .. একটি ফুলকে বাঁচাব বলে, যুদ্ধ করি। কতভাবে সাধারণ মানুষ থেকে মুক্তিযোদ্ধা সেই দুর্যোগপুর্ণ রক্তাক্ত দিনগুলোতে সাহস সঞ্চার করেছিল, উদ্দীপ্ত হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর নামটিকে সামনে রেখে, স্মরণ করে- বলে শেষ করা যাবে না। যেমন এক কৃষক মুক্তিযোদ্ধা রাইফেল হাতে গান ধরেছেন আপনার অজ্ঞাতে :

"বাংলাদেশের ছাত্রবন্ধু রাইফেল ট্রেনিং কর সার
শেখ মুজিবের হবে সরকার,
শত্র□দল করবো সংহার।"

কিন্তু আমরা আমাদের ভালবাসার এই মানুষটিকে, স্বাধীনতার সেই অমর কবিকে, ইতিহাসের এক মহানায়ককে, হত্যা করলাম আমাদের আটত্রিশ বছরের সকল অর্জন- বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনের মুল আদর্শগুলোকে 'নিস্কম্প্র' হাতে। ২৬শে মার্চ ইয়াহিয়ার সেই আদেশটি **"দিস ক্রাইম উইল নট গো আনপানিশ্ড (এ্রযরং পৎরসব রিষষ হড়ঃ মড় ঁহঢ়ঁহরংযবফ)"** অতি সুনিপুন হাতে সমাধা করলাম। আমরা হতভাগ্য বাঙালীরা সেদিন গর্জে উঠে এর সমুচিত জবাব দিতে পারি নি। এ লজ্জা বাঙালীকে হাজার বছর ধরে বহন করতে হবে, জ্বলতে হবে অনুতাপের আগুণে- তবুও কি আমাদের পাপস্খালন হবে ? আজ এই মুহুর্তে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেনের সেই আক্ষেপের কথা উ□চারণ করতে ই□ছ করে, " .. যতদিন এই জাতি বেঁচে থাকবে ততদিন এই জাতিকে পরমাত্মার মতো যে-জিজ্ঞাসা পেছনে তাড়া করবে, বিবেককে দংশন করবে, তাহোল কেন প্রতিবাদ হলো না? .. .. বিচারের কাঠগড়ায়, আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে সমগ্র জাতিকে, এদেশের মানুষকে। ইতিহাসকে জবাব দিতে হবে। সভ্যতাকে জবাব দিতে হবে, কৃষ্টিকে জবাব দিতে হবে, ধর্মকে জবাব দিতে হবে, ঈমানকে জবাব দিতে হবে, এই বলে যে আট বছরের শিশুকে হত্যা করা জায়েজ কিনা ? নবপরিণীতা বধুকে হত্যা করা জায়েজ কিনা ?" **(বঙ্গবন্ধু ঃ ইতিহাসের মহানায়ক, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন, ১৯৭৯ সালে বঙ্গবন্ধু পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা। শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ, ১৯৭৯, পৃ: ৬১০-৬১৭)**

সময় কি আজও আসে নি বাঙালী জাতির জবাব দেবার, তা না হলে মুক্তিযুদ্ধের বির□দ্ধ শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতায় এখনও অধিষ্ঠিত কেন ?

আমরা চাইলাম 'বঙ্গবন্ধু'-'বাংলাদেশ' ও 'বাঙালী' এই শব্দগুলিকে বাংলাদেশের হৃদয় হতে চিরতরে মুছে দিতে। তাই বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুতেও স্□ব্ধ হলাম না --- যেখানেই বঙ্গবন্ধুর নাম, যেখানেই বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য --- তার নামে প্রতিষ্ঠান সব ভেঙে দিতে চাইলাম উন্মত্ত হয়ে --- কুৎসিত পন্থায়। অশালীন অশ্রাব্য ভাষায় তাঁকে অব্যাহতভাবে আক্রমণ করে চলেছে মুস্□াক আহমেদের সুর্যসন্□ানের দল, আর জিয়ার আদর্শের সৈনিকরা। কিন্তু তবুও কি বাংলাদেশের স্থপতির নাম মুছে ফেলা যাবে --- দীর্ঘকায় মানুষটিকে খর্বকায় বামনে রূপান্□র করা যাবে ? বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকবেন বাঙালীর হৃদয়ে --- বাংলার সাধারণ মানুষের ভালবাসায়।

আমাদের সেই মর্ম বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন প্রয়াত কবি অন্নদাশঙ্কর ঃ

**যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা**
**গৌরী যমুনা বহমান**

ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।

কিন্তু এত ধিক্কার সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে ক্রন্দনরত, আমাদেরই সর্ব্বো□চ বিচারালয়ের চার দেওয়ালে আবদ্ধ -- বন্দী লাল ফাইলের মধ্যে। ধিক আমাদের বিচার ব্যবস্থা !

শোকাহত কবি মুহ্যমান বাঙালী সত্ত্বাকে আহ্বান জানিয়েছেন এই বলে ঃ

বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো না নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক।

আমার অনেক অনলস এবং অনেক অনিয়ত চি□া লিখতে পারি পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, কিন্তু পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে, অতএব শেষ করি একটি লাইন দিয়ে–

" একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত জনতার .. ..
একটি বাংলাদেশ, তুমি জাগ্রত বিস্ময় ... "

আর এই একটি বাংলাদেশেরই স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম বাঙালী, এবং নিজেই ইতিহাসের বিস্ময়।